যুগের দাবী !
বিশ্বশান্তির অগ্রদূত ..
প্রতিকার
নিউ সেঞ্চুরীর নবতম নিবেদন

PUBLICIST-AS-I

প্রতিকার

প্রযোজনা
এস্, আর, হেমাড

কথা, কাহিনী ও গান
প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালনা
ছবি বিশ্বাস

সুর-শিল্পী
কুমার শচীন দেব বর্ম্মন

আলোক-চিত্র-শিল্পী—শৈলেন বোস।
শব্দ-যন্ত্রী—মান্না লাডিয়া
রসায়নাগারিক—জগৎ রায় চৌধুরী,
পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়।
চিত্র-সম্পাদক—সুকুমার মুখার্জ্জী,
সুধীন্দ্র পাল।
স্থির-চিত্র-শিল্পী—দীনেশ দাশ
শিল্প-নির্দ্দেশক—সত্যেন রায় চৌধুরী।
পট-শিল্পী—মণিলাল
কারুশিল্পী—ইশ্বরী প্রসাদ।
রূপ সজ্জাকর—কালিদাস দাস,
ত্রিলোচন পাল।
প্রধান ব্যবস্থাপনা—এ, কে, বেলারি।
ব্যবস্থাপনা—সরযূ লাডিয়া

—সহকারী—
পরিচালনা—অনাদি নাথ ব্যানার্জ্জী,
বটকৃষ্ণ দালাল।
সুরশিল্পী—সত্যদেব চৌধুরী।
আলোক-চিত্র-শিল্পী—প্রভাত ঘোষ,
মুরারী ঘোষ।
শব্দ-যন্ত্রী—সুনীল ঘোষ,
কৃষ্ণ প্রধান।
ব্যবস্থাপনা—গোরা গুপ্ত।
রসায়নাগারিক—প্রফুল্ল মুখার্জ্জী,
অশোক ব্যানার্জ্জী।
চিত্র-সম্পাদক—সুবোধ কর্ম্মকার।

—ভূমিকা—

ছবি বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরী (নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে,) ফণী বর্ম্মা, রবি রায়, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী, জীবেন বোস, শ্যাম লাহা, বেচু সিংহ, কানু বন্দ্যোঃ (এ্যাঃ), কুমার মিত্র, জীতেন গাঙ্গুলী, রবি বিশ্বাস মাণিক ব্যানার্জ্জী, সত্যেন ঘোষাল, গোরা গুপ্ত, শচীন মিত্র, সুধাংশু, সাধন, লোকমান, অচিন্ত্য, গোপী প্রভৃতি

এবং

রেণুকা রায় (ইষ্টার্ণ টকীজের সৌজন্যে) রেবা দেবী, বন্দনা দেবী, বরুণা রায় ও আরও অনেকে

"মিলন রাতি পোহাল"
কথা ও সুর
রবীন্দ্রনাথ
(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

চিত্রখানির সাফল্যের পথে আন্তরিক সাহায্য করেছেন—

১। মিঃ রঞ্জন সেন
২। বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ।
৩। কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ।
৪। ডালিয়া টেলারিং কোং লিঃ।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ষ্টুডিওতে
আর, সি, এ
ফটোফোন যন্ত্রে গৃহীত।

—গল্পাংশ—

স্যার বেণীপ্রসাদ !

সকলেই নামটার সঙ্গে পরিচিত কিন্তু চোখে দেখেছে অল্প লোকই। বহু কলকারখানার মালিক তিনি, 'মডেল ড্রাগস্'-তাদেরই একটি।

সব কলকারখানাতেই শ্রমিকদের কিছু না কিছু অভিযোগ থাকে; 'মডেল ড্রাগস্'এর কর্মীদেরও ছিল।

প্রতিকার চাই এবং সেটা করতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে তাদের সচেতন ক'রে তোলা।

তাই জোরাল ভাষায় লেখা নিত্য নূতন 'বুলেটিন' দেখা দিতে লাগল কারখানায় সর্বত্র। প্রতিক্রিয়াও সুরু হল। বিব্রত কারখানার ম্যানেজার আর ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে পারলেন না। একদিন স্বয়ং স্যার বেণীপ্রসাদের হাতে দেখা গেল একখানা বুলেটিন।

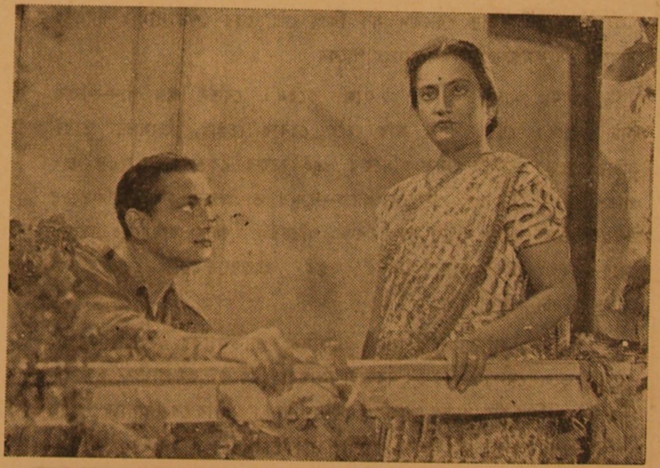

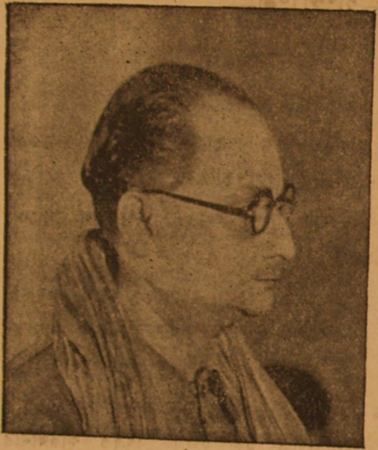

মোটা বেতনভোগী কর্মচারীদের নিয়ে মিটিং বসল যেমন করেই হোক্ বন্ধ করা চাই-ই এই আন্দোলন। সকলের কপালে দেখা দিল দুশ্চিন্তার রেখা।

স্যার বেণীপ্রসাদের একমাত্র ছেলে দিলীপ প্রত্যক্ষভাবে কারখানার সঙ্গে জড়িত নয় তবু আসল গলদ যে কোথায় সেটা ধরিয়ে দেবার জন্যে লঘুকণ্ঠে পিতাকে বলে, 'ছেলে বেলায় দেখেছি কারখানার একটা আলপিন হারালেও আপনি নিজে তার তদন্ত করতেন।'

স্যার বেণীপ্রসাদ বোঝেন সব কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে যৌবনের সে কর্মশক্তি কি করে ফিরে পাবেন

রামময় 'মডেল ড্রাগসে' কাজ করেন। বেতন অল্প পান—কিন্তু মনটা দরাজ। ছেলে বসন্ত আর মেয়ে রেবার চেষ্টায়, উৎসাহ, তাঁরই কুটিরে গড়ে উঠ্‌ল ধনিক-শ্রমিকের এই যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। জয়ন্ত তার প্রাণশক্তি। সে কে, কোথায় থাকে—কেউ তা জান্‌ত না। বঞ্চিতদের উপর গভীর দরদই ছিল তার বড় পরিচয়। শুধু রামময়ের ছোট মেয়ে—চঞ্চলা রেণু—বলে, 'দিদির জন্যই জয়ন্তদা রোজ রোজ ছুটে আসে, কাজটা অছিলা মাত্র।'

অতঃপর স্যার বেণীপ্রসাদ একদিন প্রতিকারের ভারটা নিজের হাতেই তুলে নেন। প্রকৃত অবস্থাটা জানবার জন্যে কর্মপ্রার্থীর ছদ্মবেশে একদিন হাজির হন 'মডেল ড্রাগসের' কারখানায়। স্যার বেণীপ্রসাদের স্বহস্ত লিখিত সুপারিশের চিঠি দেখিয়ে চাকরীও একটা জোগাড় করেন।

সুরু হল তাঁর অভিজ্ঞতা। একদিকে উপরওয়ালা ম্যানেজারের অকতিথ অত্যাচার অন্যদিকে দুর্ভাগা কর্মীদের লাঞ্ছিত জীবন। একদিন বিনাদোষে চরমভাবে লাঞ্ছিত হলেন তিনি ম্যানেজারের হাতে। সমব্যথী রামময় আর বসন্ত সান্ত্বনা দেবার আশায় তাঁকে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়ীতে

শান্তিময় পরিবেশটুকু তার বড় ভাল লাগল। তার চেয়ে ভাল লাগল রেবার সর্বমুখী গুণাবলী ও দরদমাখান যত্নটুকু। অকস্মাৎ তিনি চম্‌কে উঠলেন পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে। রেবা বলে-—ও 'জয়ন্ত'!

শ্রমিকদের গোপন সভা। সভাপতি জয়ন্ত সভা আরম্ভ হবার আগেই স্যার বেণীপ্রসাদ সেখানে এসেছেন শুনে থমকে গেল। তারই ইঙ্গিতে একজন কর্মী স্যার বেণীপ্রসাদের চশমাটা দিল ভেঙ্গে। চোখ থাকতেও বেণীপ্রসাদ অন্ধ হয়ে পড়লেন। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বলল—'আজ আমাদের সভায় এমন একজন লোক উপস্থিত আছেন, যাঁর সামনে আমাদের সমিতির ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা কতদূর নিরাপদ হবে, সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনা।'

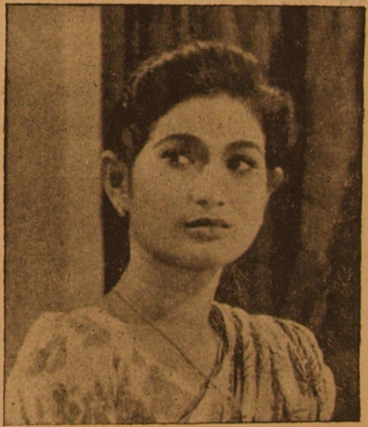

সভার কাজ স্থগিত রেখে সে বেরিয়ে গেল। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে শুধু স্যার বেণীপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন, 'জয়ন্ত—জয়ন্ত কে?'

সে প্রশ্ন রেবারও। একদিন অভিজাতদের এক দোকানে বিলাতী পোষাক পরা জয়ন্তকে দেখল সে— পাশে 'সোসাইটি গার্ল' ডালিয়া। মনে গভীর অবিশ্বাসের বিষ নিয়ে ফিরে এল সে। জয়ন্ত— জয়ন্ত— জয়ন্ত কে!

এ সমস্যার মীমাংসা হল কিনা, শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার হল কিনা রূপালী পর্দাতেই তার পরিচয় পাবেন

সঙ্গীতাংশ

(১)

রুণুর গান

অচেনা কি চেনা কিবা জানে,
আঁখি পানে তবু আঁখি টানে।
দুয়ারে এসে দাঁড়ায় গো
নীরবে কে যেন চায় গো
হিয়ার নদীটি মোর
বহে বেগে উজানে।
আরো কত যুগ বুঝি,
আমারে ফিরিছে খুঁজি,
মনে আছে শুধু তার
ডাকা টুকু কানে কানে॥

—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

(২)

রেবার গান

বলি, বলি—তবু যে বলা হোল না।
আঁখি জলে করি নিজেরে ছলনা॥
ফাগুন ফুরায়ে যায়,
মুকুল ধরে না হায়,
শুধুই পাতা ঝরায়
কাননে গোপন বেদনা॥
পাশাপাশি পথ চলিতে
হাতে হাতে ছোঁয়া লাগে,
দুটি ঢেউ দুটি হৃদয়ে
গভীর মিলন মাগে।
বলিতে ভাষা যে নাই,
নীরবে ফিরিয়া যাই,
আকুল হিয়া দোলায়
অধীর ব্যথার দোলনা।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

(৩)

রুণুর গান

যদিও পরীরা ভুলে কখনো রাতে
আসেনা সেখানে নামি,
তবু সে স্বর্গ আমরা যেখানে থাকি
তুমি আর আমি ॥
ছাদ একখানি নয়কো মোটেই ফাঁকা,
কাছে পিঠে নেই একটি বকুল শাখা,
তবু বাঁকা চাঁদ আড় চোখে হেসে চায়
সেখানে বারেক থামি ॥

এধারে গলিটা নোংরা
ওধারে বাড়ীগুলো জমকালো,
সরু এতটুকু আকাশ থেকে বা
কতটুকু আসে আলো।
ঘর মোটে দুটি কুলোয় না মোটে ঠাঁই,
পালঙ্ রাখিতে দেরাজ ধরে না তাই,
তবু দুজনারে পলকে সেথা হারাই
তুমি আর আমি।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

(৪)

ডালিয়ার গান

মিলন রাতি পোহাল
বাতি নেভার বেলা এলো।
ফুলের পালা ফুরালে ডালা
উজাড় করে ফেলো ॥
স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে,
ব্যথার তাপ কিছুতো রবে,
তা নিয়ে মনে বিজন ক্ষণে
বিরহ দীপ জেলো ॥

ফাল্গুনের মাধবী লীলা
কুঞ্জ ছিলো ঘিরে,
চৈত্র বনে বেদনা তারি
মর্ম্মরিয়া ফিরে
হয়েছে শেষ তবুও বাকী
কিছু তো গান গেয়েছি রাখি
সেটুকু গুন গুনিয়ে
সুরের খেলা খেলো ॥

—রবীন্দ্রনাথ

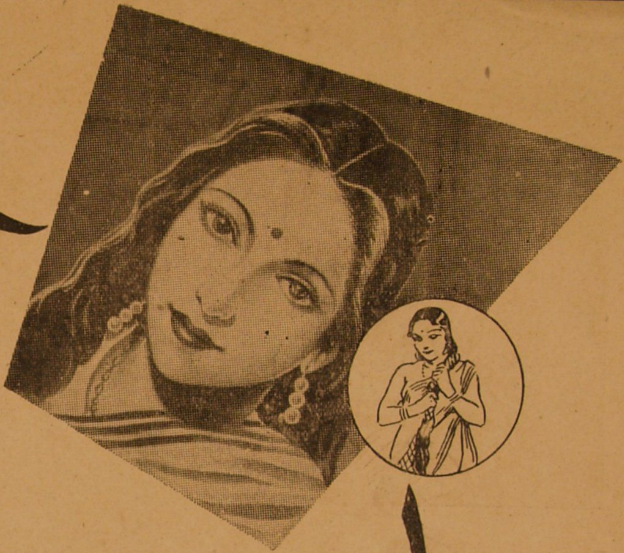

নারীর সৌন্দর্য্য কেশে ও বেশে
আধুনিক কেশ-চর্চ্চায় অপরিহার্য্য
আয়ুর্ব্বেদীয় মহাসুগন্ধী কেশতৈল
শ্রীকল্যাণ

শ্রীকল্যাণ
জেম্ কেমিক্যাল • কলিকাতা

ইণ্ডিয়া পাবলিসিটি, ২-বি, স্কট লেন, কলিকাতা হইতে অশোক সেন গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশিত এবং ভবানীপুর প্রেস, ৩৯, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

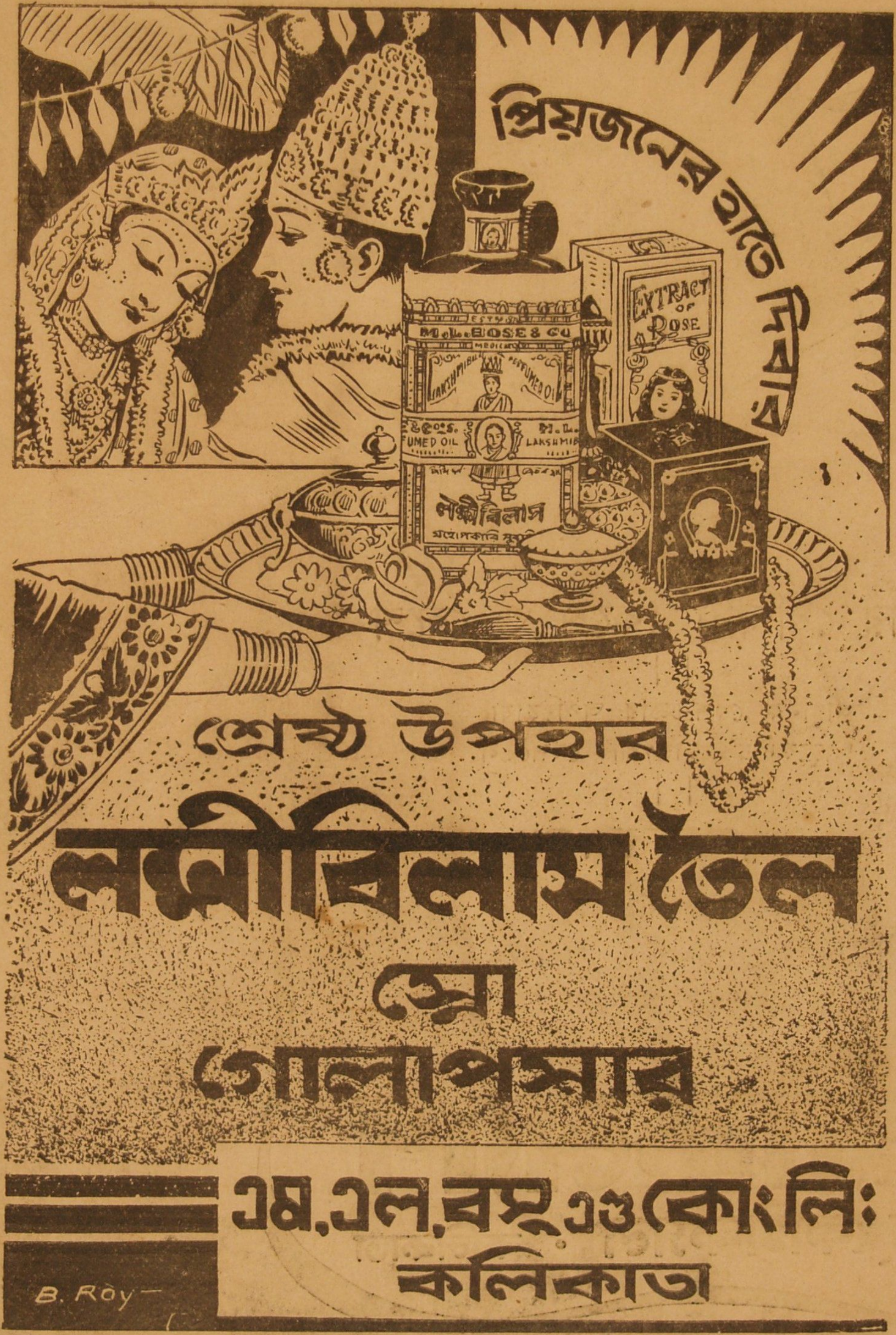
প্রিয়জনের হাতে দিবার
EXTRACT OF ROSE
M. L. BOSE & CO
লক্ষ্মীবিলাস
শ্রেষ্ঠ উপহার
লক্ষ্মীবিলাস তৈল
স্নো
গোলাপসার
এম.এল.বসু এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা
B. Roy

মূল্য দুই আনা।